বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৫ম অধ্যায় ঃ- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

<u>মডেল প্রশ্ন-০১</u>

রোমেনা ও জয় পাবলিক বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করেছে। তাদের গভীর বন্ধত্যের কারণে তাদের মা-বাবা দু'জনের বিয়েতে সম্মতি দেয়। বিয়ের পর জয় যেমন একটি চাকরি নেয় রোমেনা ও একটি কলেজে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু জয় তাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে নারাজ। এ নিয়ে তাদের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। সংসারের শান্তির জন্য রোমেনা শেষ পর্যন্ত চাকরিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক) অধিকার কি? ১

খ) মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ) রোমেনা কি ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) রোমেনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে এর কী প্রভাব পড়ার বলে মনে হয়? ব্যাখ্যা দাও। ৪

<u>১নং প্রঃ উঃ (ক)</u>

অধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা সকলের জন্য আবশ্যক। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত।

<u>১নং প্রঃ উঃ (খ)</u>

মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যপ্তি জন যে সমস্ত অপরিহার্য শর্তাবলি যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান হতে প্রাপ্ত যা সরকারের নিকট অলঙ্ঘনীয়।

অপরদিকে জাতি ধর্ম, বর্ণ নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন এমনকি রাজনৈতিক মতামত ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বা স্বীকৃত অধিকারগুলোই হচ্ছে মানবাধিকার।

মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান অপরদিকে মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ।

<u>১নং প্রঃ উঃ (গ)</u>

উদ্দীপকের রোমেনা নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যা আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান কার তাকেই অর্থনৈতিক অধিকার বলে।

(এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক অধিকার গুলো লিখবে বই থেকে)

১নং প্রঃ উঃ (ঘ)

রোমেনার আইনগত অধিকার লজ্ঘিত হয়েছে। তাই রোমেনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে করে সামাজিক ও ব্যক্তিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ তথা উৎকর্ষ সাধনের জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির বিভিন্ন অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

যে সব অধিকার নাগরিকের সভা জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক তাকে সামাজিক অধিকার বলে। যেমন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার লাভের অধিকার চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার আইনের চোখে সমান অধিকার ইত্যাদি।

আবার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশ নেয়ার জন্য যে সমস্ত অধিকার দেওয়া হয় তা হলো রাজনৈতিক অধিকার। যেমন- সরকারি চাকরি লাভের অধিকার।

তবে নাগরিকের যদি অর্থনৈতিক অধিকার না থাকে তাহলে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তাই বলা যায়, রোমেনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৫ম অধ্যায় ঃ- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

মডেল প্রশ্ন-০২

'ক' রাষ্ট্রের জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা জন্য সরকার ২০০৯ সনে একটি আইন প্রণয়ন করে। এ আইনের দ্বারা নাগরিক মানচিত্র, দলিল, নকশা বা কোন প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা পাবার জন্যে আবেদন করতে পারবে। আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে জনগণের দুর্ভোগ কমে যাবে ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক) ভোটে প্রদান কোন ধরনের অধিকার? ১

খ) আইনগত অধিকার কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে কোন আইনের কথা বলা হয়েছে? এই আইন প্রবর্তনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে জনগণের দুর্ভোগ কমবে ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে-তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? ব্যাখ্যা কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ (ক)

ভোটে প্রদান রাজনৈতিক অধিকার।

২নং প্রঃ উঃ (খ)

আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সে অধিকারকে বোঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত। আইনগত অধিকারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব।

যেমন জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চাকরির অধিকার এভাবে বিভিন্ন রকমের আইনগত অধিকার রয়েছে। আইনগত অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যায়। আইনগত অধিকারের উৎস হচ্ছে রাষ্ট্র।

২ন প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে তথ্য অধিকার আইনের কথা বলা হয়েছে।

তথ্য অধিকার অর্থ হলো কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

আইনানুগ কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। জনগণের অর্থে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানার অধিকারই হলো নাগরিক তথ্য অধিকার।

(এ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য বই থেকে লিখবে।)

২নং প্রঃ উঃ (ঘ)

পৃথিবীতে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্ত, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ হলো সকল ক্ষমতার মালিক তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সকল সংগঠন ও সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। আর সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

তথ্যের অবধি প্রবাহ নিশ্চিত হলে নাগরিকগণ সরকারি প্রশাসন যা যেকোন আইনানুগ সংগঠনের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবে। এতে করে নাগরিকগণ সরকারের কার্যক্রম, নীতিমালা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এর ফলে জনগণ কোন তথ্যের জন্য হয়রানির শিকার হবে না। ফলে ক্রমান্বয়ে সরকারের ওপর নাগরিকের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় হবে। সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সু-সম্পর্ক তৈরি হবে এবং সু-শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে।

তাই বলা যায় উদ্দীপকের আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলো সু-শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৯ম অধ্যায় ঃ- বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

মডেল প্রশ্ন-০৩

সদ্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধান ঘোষণা দিলেন। শান্তি ও উন্নয়নের জন্য আমাদের এই দেশে সকল দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। তিনি মনে করেন একটি দেশ স্বাধীন হলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেমন একে অপরের ওপর র্নিভরশীল তেমনই রাষ্ট্রগুলো ও একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ ও নির্ভরশীল। তিনি পৃথিবীর ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের সম-মর্যাদা। স্বাধীনতা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিশ্বাসী।

ক) সার্ক কি? ১

খ) সার্কের মূলনীতি কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে সদ্য স্বাধীন দেশটির কোন নীতির চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ) উদ্দীপকের রাষ্ট্রীয় প্রধান যে নীতিতে বিশ্বাসী তা বাংলাদেশের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রঃ উঃ (ক)

সার্ক হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।

৩নং প্রঃ উঃ (খ)

বাংলাদেশের উদ্যোগে ১৯৮৫ সনে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে সার্ক অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়। এটির আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা গঠিত হয়। এটির মূলনীতি হলো-

১) আঞ্চলিক অখন্ডতা বজায় রাখা।
২) সার্বভৌমত্বের সমতায় বিশ্বাস।
৩) কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
৪) দি-পাক্ষিক বিরোধপূর্ণ বিষয় এই আঞ্চলিক ফোরাম উপস্থাপন না করা।
৫) জোট নিরপেক্ষ নীতি সমুন্নত রাখা।
৬) পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা।

৩নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে সদ্য স্বাধীন দেশটির বৈদেশিক নীতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

সাধারণ ভাবে যে নীতি বা পদ্ধতির মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে বৈদেশিক নীতি বলে। বৈদেশিক নীতির মূল কথাই হলো নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ সমুন্নত করা এবং আর্ন্তজাতিক শান্তি ও সহযোগিতার দিগন্তকে প্রসারিত করতে সাহায্য কর।

বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বরং এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য একরাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য অপর রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। আর এ সম্পর্কের

সফলতা নির্ভর করে ঐ দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর। উদ্দীপকের রাষ্ট্রীয় নেতা তার ঘোষণার যে কথাগুলো উল্লেখ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। এগুলো বৈদেশিক নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তার ঘোষণায় উক্ত স্বাধীন দেশটির বৈদেশিক নীতির চিত্রই ফুটে ওঠেছে।

<u>৩নং প্রঃ উঃ (ঘ)</u>

উদ্দীপকের সদ্য স্বাধীন দেশের নেতা সকল দেশের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার যে নীতি ঘোষণা করেছেন তা হলো উক্ত দেশের বৈদেশিক নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশের ও কিছু বৈদেশিক নীতি রয়েছে।

(এ পর্যায়ে বই থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য গুলো লিখবে।)

সর্বশেষে লিখবে:- উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় উদ্দীপকে নীতির সাথে বাংলাদেশেল বৈদেশিক নীতির অনেক মিল রয়েছে।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৯ম অধ্যায় ঃ- বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

মডেল প্রশ্ন-০৪

"M" সংস্থাটি গড়ে ওঠেছে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা ও ইসলামের ঐতিহ্য সম্বলিত স্থাপনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের নিরাপত্তা জোরদার করা। বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র গুলি হলো এ সংস্থার সদস্য।

ক) কমনওয়েলথ কি? ১

খ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য কি ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে কোন সংস্থাটির কথা বলা হয়েছে? ঐ সংস্থার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উক্ত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কিরূপ তা মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রঃ উঃ (ক)

কমনওয়েলথ হলো অতীতে ইংরেজ সামাজ্যভুক্ত ছিল এমন স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহ নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

৪নং প্রঃ উঃ (খ)

"EU" অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এটি একটি অর্থনৈতিক জোট। যা প্রধানত ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত।

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়ন করা এ সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য। একটি অভিন্ন বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যা ইউরোপের টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করবে এবং যার ভিত্তি হবে ভারসাম্য পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্য স্থিতিমীলতা এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনৈতিক। এর আরো উদ্দেশ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অঞ্চল গড়ে তোলা। যেখানে তারা অবাধে চলাচল করতে পারবে।

৪নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো OIC অর্থাৎ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ঐক্য আর সৌহার্দ্যের ওপর ভিত্তি করে ইসলামের আধ্যাত্বিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের অঙ্গীকার নিয়ে ও আইসি গঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৭টি।

এ পর্যায়ে বই থেকে সংস্থাটির লক্ষ ও উদ্দেশ্য সমূহ লিখবে।

৪নং প্রঃ উঃ (ঘ)

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে ঐতিহাসিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ **১৯৭৪** সালে ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভের পর হতে বাংলাদেশের ওআইসির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন ও কমিটিতে সক্রিয়া ভূমিকা রেখে চলেছে।

১৯৮৩ সালে ঢাকায় ওআইসিভুক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মানবাধিকার ‘ঢাকা ঘোষণা’ নামে একটি ঘোষণা ও প্রণয়ন করা হয়।

১৯৮৩ সনে ওআইসির অন্যতম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ICTVTR বাংলাদেশের গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার প্রকৌশলের দক্ষ জনশক্তি ও প্রশিক্ষক তৈরি করে চলেছে। যা বর্তমানে IUT নামে পরিচিত।

প্যালেস্টাইন প্রশ্নে বাংলাদেশের সমর্থন ও ইসলাইল বিরোধী নীতির ফলে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশেল ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের তথা ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানসহ তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো বাংলাদেশকে আর্থিকভাবে যেমন সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তেমনি বাংলাদেশের দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক থেকে শুরু করে পেশাজীবি, চাকরি জীবি অনেক লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার ফলে আমরা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি যাতে আমাদের দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে।

তাছাড়া ও সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে সকল ধরনের বিপদে ওআইসি ভূক্ত দেশগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৯ম অধ্যায় ঃ- বাংলাদেশেল বৈদেশিক নীতি

মডেল প্রশ্ন-০৫

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে। সংগঠনটি বিশ্ব শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে উক্ত সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণ করে উক্ত সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উক্ত সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে।

ক) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মূলকথা কি? ১

খ) ভেটো বলতে কি বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে যে সংঘঠনটির কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের সংগঠনের প্রধান তিনটি অঙ্গ সংস্থার বর্ণনা দাও। ৪

৫নং প্রঃ উঃ (ক)

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো-সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।

৫নং প্রঃ উঃ (খ)

ভেটো মানে হচ্ছে আমি মানি না, মূলত ভেটো হচ্ছে কোন প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো বা না বলার ক্ষমতা রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। জাতিসংঘের কোন প্রস্তাব গৃহীত হতে গেলে এদের সমর্থন বা অনুমোদন প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল বিষয়ে সবাই ঐক্যমত পোষণ নাও করতে পারে। কেনো প্রস্তাবে এদের কেউ দ্বি-মত পোষণ করলে সে প্রস্তাব আর গৃহীত বা অনুমোদিত হয় না।

৫নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে যে সংগঠনটির কথা বলা হয়েছে সেটি হলো জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ হলো বিশ্বের বেশিরভাগ স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহকে নিয়ে একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন। বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের অভিভাবক হিসেবে জাতিসংঘকে বিবেচা করা হয়, ১৯৪৫ সনে এটি গঠিত হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, যদি ও বর্তমান সময়ে এসে আন্তর্জাতিক সকল সমস্যা সমাধানে এটি খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তবু ও এটি তার লক্ষ্য থেকে এখনো বিচ্যুত হয়নি। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ-

(এ পর্যায়ে বই থেকে জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুলো লিখবে।)

৫নং প্রঃ উঃ (ঘ)

উদ্দীপকে বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘের একটি সংগঠন। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় UN অর্থাৎ United Nations।

জাতিসংঘের কার্যক্রম এগুলো হলো-
১) সাধারণ পরিষদ, ২) নিরাপত্তা পরিষদ, ৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, ৪) অছি পরিষদ, ৫) আর্ন্তজাতিক আদালত, ৬) সচিবালয়।

(এ পর্যায়ে বই থেকে প্রথম তিনটি অঙ্গ সংস্থার গঠন ও কর্মকান্ড লিখবে।)